➢ পাট শিল্পে সরকারি সহায়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাবসিডির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ বৃদ্ধির হার হেসিয়ান, স্যাকিং, সিবিসি পণ্য ১২% (যা পূর্বে ছিল ১০%), ডাইভারসিফাইড পণ্য ২০% (যা পূর্বে ছিল ২০%) এবং সকল প্রকার পাট সূতা ৭% (যা পূর্বে ছিল ৫%)।

এক নজরে বিজেএমসি'র বর্তমান অবস্থা

- ❖ বর্তমানে বিজেএমসি'র সর্বমোট মিলের সংখ্যা ৩২টি। এর মধ্যে চালু জুট মিল আছে ২২টি, চালু ননজুট মিল আছে ৩টি এবং মামলাজনিত কারণে ১টি মিল বন্ধ আছে। উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি ৬ (ছয়)টি মিল পুন:গ্রহণ করা হয়েছে। পুন:গ্রহণকৃত ৬ (ছয়) টি মিল হল ঢাকা জুট মিলস্ লিঃ, এ আর হাওলাদার জুট মিলস্ লিঃ, ফৌজি চটকল লিঃ, তাজ জুট বেকিং লিঃ, সুলতানা জুট মিলস্ লিঃ ও কো-অপারেটিভ জুট মিলস্ লিঃ।
- ❖ বিজেএমসি'র বাজেটেড তাঁত সংখ্যা ৭৭২৯টি, এর মধ্যে চালু তাঁত সংখ্যা ৫৬২৬ টি । ।
- ❖ বর্তমানে বিজেএমসি'র কর্মকর্তা, কর্মচারি, শিক্ষক ও শ্রমিকসহ সর্বমোট জনবল ৬১২৭৭ জন ।
- ❖ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিজেএমসি পাটক্রয় করেছে ১৯.৭৫ লক্ষ কুইন্টাল, যার মোট মূল্য প্রায় ৫৮০.২৩ কোটি টাকা।
- ❖ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিজেএমসি'র উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৫৫৩১৭ মে:টন যার বিপরীতে ১৩৩৩৮৩ মে:টন পাটপণ্য উৎপাদন করেছে।
- ❖ বিজেএমসি'র উৎপাদিত পাটপণ্য হল হেসিয়ান, স্যাকিং, সিবিসি এবং অন্যান্য বহুমুখী পণ্য যেমন: ইয়ার্ণ, জিওজুট, বাস্কেট, ব্ল্যাংকেট, ম্যাট, টেপ ইত্যাদি।
- ❖ বিজেএমসি'র উৎপাদিত নন-জুট পণ্য হল স্ট্রবোর্ড, পেপার টিউব, জুট প্লাস্টিক সামগ্রী এবং পাটশিল্পে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রাংশ।
- ❖ বিগত তিন বছরে ধরে বিজেএমসি'র লোকসান ক্রমাগতভাবে হ্রাস পাচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে লোকসানের পরিমাণ ১৭৫.০০ কোটি টাকা হ্রাস পেয়েছে এবং এই ধারা অব্যাহত রেখে বিগত অর্থ বছরে আরো ১৫.০০ কোটি টাকা লোকসান হ্রাস পেয়েছে।
- ❖ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিজেএমসি'র রপ্তানির পরিমাণ ৮৬.৬৮ হাজার মে:টন যার মূল্য প্রায় ৮৩৫.৮৬ কোটি টাকা।
- ❖ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিজেএমসি'র স্থানীয় বিক্রয়ের পরিমাণ ২৫.৪২ হাজার মে:টন যার মূল্য প্রায় ৩২৮.৬৯ কোটি টাকা।
- ❖ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিজেএমসি উৎপাদন, কম্পিউটার এবং আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য বিষয়ের উপর মোট ২৮০৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।
- ❖ বিজেএমসি পাটশিল্পকে আরও গতিশীল করার জন্য বর্তমানে ১৯টি প্রকল্পের কাজ শুরু করেছে, যার মধ্যে সরকারের আর্থিক সহায়তায় ৫টি এবং নিজস্ব অর্থায়নে ১৪ টি। ইতোমধ্যে ৩টি প্রকল্পের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে।
- ❖ সরকার কর্তৃক স্থানীয় পর্যায়ে ১৭টি পণ্যের (ধান, চাল, গম, ভুট্টা, সার, চিনি, মরিচ, হলুদ, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, ডাল, ধনিয়া, আলু, আটা, ময়দা, তুষ-খুদ-কুড়া) মোড়কীকরণে পলিথিন ব্যাগের পরিবর্তে পাটের তৈরি ব্যাগ ব্যবহারের নিমিত্ত ''পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০'' প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রিন্টেড ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে এই আইনটি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। এর ফলে পরিবেশ বান্ধব মোড়কের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ❖ বিজেএমসি "কর্পোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি (CSR)"/ সামাজিক দায়বদ্ধতা এর অংশ হিসেবে বিভিন্ন শিক্ষামূলক, সেবামূলক, খেলাধুলা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে আসছে।

পাট পাতা হতে পানীয়, পলিথিনের বিকল্প হিসেবে পাটের সোনালি ব্যাগ, পাট হতে ভিসকস, পাট হতে কম্পোজিট টেক্সটাইল ও জুট গার্মেন্টস ইউনিট স্থাপন ইত্যাদি পণ্যের উদ্ভাবন পাটের ক্ষেত্রে নব দিগন্তের সূচনা করেছে।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন

বিশ্বের সর্ববৃহৎ পাটপণ্য রপ্তানিকারক সংস্থা

আদমজীকোর্ট, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

web: www.bjmc.gov.bd
email:bjmc.bd@gmail.com
Pabx:9558182-6,9558192-6
Fax: 880-2-567508,9564740

বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন

আদমজী কোর্ট, মতিঝিল, ঢাকা

১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-২৭ অনুযায়ী (Bangladesh Industrial Enterprises Nationalisation Order No.27 of 1972) ব্যক্তি মালিকানাধীন ও পরিত্যক্ত পাটকলসহ সাবেক ইপিআইডিসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন পাটকলসমূহ পরিচালনা, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি) গঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠান পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন ও রপ্তানীর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। বিজেএমসি'র মূল লক্ষ্য হল কৃষকের পাটের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণের মধ্য দিয়ে সময়মত পাটক্রয়ের মাধ্যমে পাটজাত পণ্য উৎপাদন করা, পরিবেশবান্ধব পাটপণ্য ব্যবহারে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা, উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রয় করা এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা রাখা।

২০০৯ হতে ২০১৮ পর্যন্ত ১০ বছরে বিজেএমসির উন্নয়ন ঃ

- বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিজেএমসির ৫টি বন্ধ পাটকল যথাক্রমে খালিশপুর জুট মিল ০৫-০৩-১১ তারিখে, জাতীয় জুট মিল ০৯-০৪-১১ তারিখে, দৌলতপুর জুট মিল ২৪-০১-১৩ তারিখে, কর্ণফুলী ও ফোরাত কর্ণফুলী জুট মিল ২৬-০১-১৩ তারিখে চালু করেন। মিলগুলি চালু হওয়ার কারণে নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়।
- লিজে পরিচালিত এম এম ও আর আর জুট মিল দুটি লিজ থেকে ফেরত এনে ০৪-০১-১১ তারিখ হতে বিজেএমসির অধীনে চালু করা হয়।
- ২০১৬ সালে ৬ মার্চ-কে জাতীয় পাট দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এরপর থেকে প্রতি বছর ৬ মার্চ জাতীয় পাট দিবস পালন করা হয়।
- পাটকে কৃষিপণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।
- ২০১০-১১ অর্থ বছরে বিজেএমসি ১৭.৫৩ কোটি টাকা লাভ করে যা বিগত ৩০-৩৫ বছরে সম্ভব হয়নি।
- বিগত ১০ বছরে বিজেএমসিতে প্রায় ২৩৫১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
- মতিঝিলের করিম চেম্বারস্থ বিজেএমসি'র জায়গার উপর "শেখ হাসিনা সোনালী আঁশ ভবন" নামে বহুতল বিশিষ্ট বিজেএমসি'র নিজস্ব ভবন নির্মাণের অনুমোদন দেয়া হয়েছে যা বর্তমানে নির্মাণের প্রক্রিয়াধীন।
- পাট থেকে ডেনিম কাপড় ও জিন্স প্যান্ট উৎপাদনের লক্ষ্যে জামালপুর জেলায় ৫১৮.৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে "শেখ হাসিনা স্পেসালাইজড জুট টেক্সটাইলস মিল" নামে বিজেএমসি'র একটি মিল স্থাপনের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়েছে।
- ডাইভারসিফাইড পাটপণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে করিম, দৌলতপুর জুট মিলে ২টি ফেল্ট ফ্যাক্টরী ও কেএফডি-তে ৩৩.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩টি ডাইভারসিফাইড ইউনিট স্থাপনের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।
- ইউএমসি, জেজেআই ও গালফ্রা হাবিব লিঃ এ ৩টি মিল BMRE করার জন্য ১৮৩.০০ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন দেয়া হয়েছে।
- সিনথেটিক ও পলিথিনের বিকল্প হিসেবে পাট থেকে পলিমার তৈরীর লক্ষ্যে "সোনালী ব্যাগ" নামে একটি প্রকল্পের অনুমোদন দেয়া হয়েছে যা লতিফ বাওয়ারী জুট মিলে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে।
- পাট পাতা থেকে পানীয় তৈরীর লক্ষ্যে একটি প্রকল্পের অনুমোদন দেয়া হয়েছে যা বর্তমানে চালু আছে। ইতোমধ্যে জামার্নীতে প্রায় ৬.৫০ লক্ষ টাকার পাট পাতার পানীয় বিক্রয় করা হয়েছে।
- ডাইভারসিফাইড পাট পণ্য তৈরী করে দেশের SME উদ্যোক্তাদের পাট শিল্পে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে করিম জুট মিলে অত্যাধুনিক ৪০টি র‍্যাপিয়ার লুম স্থাপন করা হয়েছে।
- MPA-2010 আইনে সার ও চিনি মোড়কীকরণে পাটের বস্তা ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাই সার ও চিনি মোড়কীকরণে পাটের বস্তা সরবরাহের লক্ষ্যে বিজেএমসি'র ৩টি মিলে লেমিনেশন প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে।

  ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে বিজেএমসিতে নিম্নোক্ত ডিজিটাল কার্যক্রম চালু করা হয়েছে ঃ

  - পাটক্রয় কার্যক্রম অটোমেশন করা হয়েছে। SMS ভিত্তিক পাটক্রয় সিস্টেম চালু করা হয়েছে।
  - সকল মিলে ইমেইল সংযোগের মাধ্যমে সকল যোগাযোগ কার্যক্রম অনলাইন করা হয়েছে। টেন্ডারিং প্রক্রিয়ায় e-GP সিস্টেম চালু করা হয়েছে। e-filing এর মাধ্যমে সকল দাপ্তরিক কাজ করা হচ্ছে।
  - বিজেএমসিসহ সকল মিলে বায়োমেট্রিক হাজিরা ও সিসিটিভি ক্যামেরা চালু করা হয়েছে।
  - ERP সফ্টওয়্যার বাস্তবায়নের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।
  - সকল শ্রমিকদের মজুরী অনলাইনে পরিশোধ করা হচ্ছে।
- শ্রমিকদের বর্তমান মজুরী দ্বিগুণ করে ওয়েজেস কমিশন ঘোষণা করা হয়েছে।
- রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২৭, ১৯৭৭ যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে "বাংলাদেশ শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ আইন ২০১৮" প্রণয়ন করা হয়েছে।